সংবাদ

তারিখ 04 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ই-লার্নিং হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেদক

"ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি সারা বিশ্বে শিক্ষাদানের সনাতন পদ্ধতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশেও এর ছোঁয়া লেগেছে এবং ই-লার্নিং নিয়ে সৃজনশীল নানাবিধ কাজ চলছে, তবে বিচ্ছিন্ন ভাবে। আমরা এ সেমিনারের মাধ্যমে পরিবর্তনের এসব রূপকারদের একটি প্লাটফর্ম করে দিতে চাই, তাঁদের কাজগুলো সম্পর্কে সবাইকে জানাতে চাই এবং দেশবাসীর সাথে তাঁদের একটা সেতুবন্ধন গড়তে চাই।" গত ২৯ জুলাই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে "ই-লার্নিং ফর এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং" বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

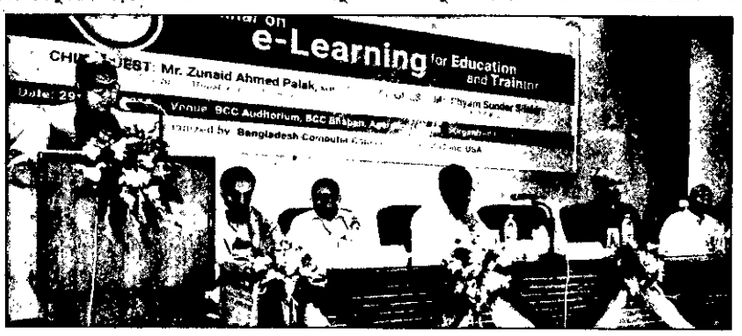

তিনি আরো বলেন, "ই-লার্নিংয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো ইলেকট্রিসিটি ও কানেকটিভিটি। বিগত সাড়ে ছয় বছরে বর্তমান সরকার প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে উপজেলা পর্যন্ত আমাদের কানেকটিভিটি বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়াও সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ে পাঁচ হাজার কম্পিউটার ল্যাব, ২৫ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ দেশের বিভিন্ন স্তরে যে তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তা ব্যবহার করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ই-লার্নিং অসামান্য ভূমিকা পালন করেত পারে, সমাজকে দেখাতে পারে আলোর পথ। ই-লার্নিং হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সচিব বলেন "সরকার তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক নতুন এ ধারার সুবিধা কাজে লাগিয়ে জনপ্রশাসনে প্রশিক্ষণের চাহিদা মেটাতে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে।" তিনি আরো বলেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উভয় ক্ষেত্রে ই-লার্নিং এর সৃজনশীল প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সেমিনারে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জব্বার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ জাহিদ হোসেন পনির, প্রগতি সিস্টেমের প্রধান নির্বাহী ড. শাহাদাত খান, মুক্তসফেটর প্রধান নির্বাহী মাহমুদুর রহমান এবং জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা করভি রাকসান্দ ই-লার্নিং বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও সিলিকন ভ্যালীর প্রতিষ্ঠান sBIT Inc. এর যৌথ উদ্যোগে বিসিসি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ "এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর ই-লার্নিং ইউজিং মোবাইল ডিভাইসেস" উপস্থাপন করেন সিলিকন ভ্যালির প্রতিষ্ঠান IsKool এর সিটিও ড. সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানে ৩টি বিশেষ উপস্থাপনা পেশ করা হয়। বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এস এম আশরাফুল ইসলাম "ই-লার্নিং রোডম্যাপ ফর গভর্ণমেন্ট অফ বাংলাদেশ", ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র অধ্যাপক সৈয়দ আখতার হোসেন "ই-লার্নিং ইন বাংলাদেশ: একাডেমিক পার্সপেক্টিভ" এবং কোর নলেজের প্রধান নির্বাহী মুবাশ্বের মুনাফ মইন "কর্পোরেট ই-লার্নিং ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।